ভোরের কাগজ

তারিখ OCT. 04 1999

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

10

ফলাফল স্থগিত করে প্রাণনাশের হুমকির মুখে বোর্ড চেয়ারম্যান

মানস ঘোষ : ঢাকা বোর্ডের অধীনে চলতি বছর অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তরপত্র জালিয়াতির চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটিত হয়েছে। উত্তরপত্র জালিয়াতির অভিযোগে ১১৯ জনের ফলাফল বর্তমানে স্থগিত রাখা হয়েছে। ঘটনা তদন্তে বোর্ড ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে। এদিকে ঘটনা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় জালিয়াতির সঙ্গে জড়িতরা বোর্ড চেয়ারম্যানকে হুমকি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বোর্ডের একটি সূত্রে জানা গেছে, এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালীনই বোর্ড কর্মকর্তারা কয়েকটি নির্দিষ্ট জেলায় উত্তরপত্র জালিয়াতি হচ্ছে বলে খবর পান। পরে ব্যাপক অনুসন্ধানে কর্মকর্তারা নিশ্চিত হন শেরপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও মাদারীপুর জেলায় কয়েকটি কলেজে চিহ্নিত কিছু শিক্ষার্থীর উত্তরপত্র জালিয়াতি করে পরিবর্তন করা হয়েছে। জালিয়াতির অভিযোগে পরে ১১৯ জন শিক্ষার্থীর উত্তরপত্র জব্দ করে ফলাফল স্থগিত রাখা হয়।

এদিকে উত্তরপত্র জালিয়াতির ঘটনার সঙ্গে জড়িতরা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে হুমকি দিচ্ছে। পাস করিয়ে দেওয়া না হলে গতকাল বিরোধী দলের হরতালের সময় বোমা মেরে চেয়ারম্যানকে মেরে ফেলা হবে বলে গত শনিবার টেলিফোনে তারা চেয়ারম্যানকে হুমকি দিয়েছে বলে চেয়ারম্যানের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে। টেলিফোনকারীরা নিজেদের একজন প্রতিমন্ত্রীর এবং একজন ঢাকার সরকারি দলের এক সাংসদের ছেলে বলে পরিচয় দেয়। টেলিফোন হুমকি পেয়ে বোর্ড চেয়ারম্যান ড. এ টি এম শরীফ উল্লাহ গতকাল অফিস করেননি। গতকাল অনেক চেষ্টা করেও তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে বোর্ডেরই কয়েকজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

সূত্র মতে কর্মকর্তারা এখনো নিশ্চিত হতে পারছেন না কি করে উত্তরপত্র পরিবর্তন হতে পারে। তাদের কারো কারো ধারণা পরীক্ষার হলেই কিছু অসৎ শিক্ষকের যোগসাজশে এমনি ঘটনা ঘটতে পারে। তবে বোর্ডের আরেকটি সূত্র জানায়, উত্তরপত্র জালিয়াতির ঘটনা নতুন কিছু নয়। ইতিপূর্বে এমন ঘটনা তদন্তে

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ফলাফল স্থগিত

● প্রথম পাতার পর

কর্মকর্তারা তৎপর ছিলেন না বলেই সবকিছু ধামাচাপা পরে যেতো। কিন্তু এবার প্রশাসন শক্ত হওয়ায় এবং পরীক্ষা পদ্ধতি আধুনিকায়ন করার ফলে সহজেই এসব জালিয়াতি ধরা পড়ছে। সূত্র মতে ইতিপূর্বে পরীক্ষার হলে উত্তরপত্র পরিবর্তনের মাধ্যমে জালিয়াতি ছাড়াও পরীক্ষকের বাসায় গিয়ে জালিয়াতির ঘটনা ঘটতো। এ পদ্ধতিতে উত্তরপত্রের বান্ডিলে চিহ্ন রেখে নির্দিষ্ট উত্তরপত্রের পরীক্ষক খুঁজে বের করা হয়। এতে সহযোগিতা করে বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মচারী ও শিক্ষকরা। বোর্ডের অনেক কর্মকর্তারা মনে করেন এভাবে জালিয়াতির ঘটনা এখনো ঘটছে। তবে সংখ্যায় তা কম।

বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মোঃ আতাউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে চাননি। তবে তিনি বলেছেন, প্রতি বছরই নানান ভুলত্রুটির কারণে কিছু শিক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত রাখা হয়। পরে যাচাই বাছাই করে স্থগিতকৃতদের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এদের কেউ পাস করে কেউ ফেল করে। এ বছরও প্রচুর সংখ্যক ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে। যাদের ফলাফল অচিরেই প্রকাশ করা হবে।